প্রগতি জীবন

■ বর্ষ ঃ ১৬ ■ সংখ্যা ঃ ১ ■ নভেম্বর ২০১৬

আজীবন বিশ্বস্ত
প্রগতি লাইফ
ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

প্রগতি জীবন

■ বর্ষ ঃ ১৬ ■ সংখ্যা ঃ ১ ■ নভেম্বর ২০১৬

সম্পাদকীয়

জীবন বীমা শিল্প অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে বিনিয়োগযোগ্য অর্থবহ পুঁজি সৃষ্টি করতে পারে এবং বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রগতি লাইফ গত ১৬ বছর যাবত এ দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করছে। এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রগতি লাইফ সম্পৃক্ত হয়েছে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে।

সম্প্রতি প্রগতি লাইফ স্বাস্থ্য বীমার আওতায় (পাইলট প্রজেক্ট), নেদারল্যান্ডের অলাভজনক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এসএনভি এর সহায়তায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি তৈরী পোশাক শিল্পের নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও প্রজননগত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত কল্পে কাজ করে যাচ্ছে। একইভাবে, কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলার ২৪টি ইউনিয়নের দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় (পাইলট প্রজেক্ট) চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করছে। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে প্রগতি লাইফের এই সব ইতিবাচক কর্মসূচি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখবে নিঃসন্দেহে।

- সম্পাদক

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সামারাই কনভেনশন সেন্টার, পান্থপথ, ঢাকা এ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান।

সভায় কোম্পানীর পরিচালক সৈয়দ এম. আলতাফ হোসাইন, আবদুল আউয়াল মিন্টু, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, তাফসির এম. আউয়াল, মুহাম্মদ জামালউদ্দিন, ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমির এবং কোম্পানীর সিইও মোঃ জালালুল আজিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আয়োজিত বীমা মেলায় প্রগতি লাইফের অংশগ্রহণ

গত ২৩ থেকে ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো বীমা মেলা ২০১৬ আয়োজিত হয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ মেলায় প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স অংশগ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হারমনি হলে প্রগতি লাইফের স্টল স্থাপন করা হয়। প্রগতি লাইফের স্টলে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম হয়। স্টলে কোম্পানীর বিভিন্ন পরিকল্প সম্পর্কে ধারনা প্রদানের পাশাপাশি, মোবাইল ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমাদান ও বীমার তথ্য নেয়া সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ও বীমা দাবীর চেক হস্তান্তরসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

প্রগতি লাইফের স্টলে গ্রাহক ও দর্শনার্থীরা বিভিন্ন পরিকল্প সম্পর্কে খোজখবর নিচ্ছেন।

প্রগতি লাইফের স্টলে গ্রাহকের নিকট বীমা দাবীর চেক হস্তান্তর করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), চন্দ্র শেখর দাস, এফসিএ।

বার্ষিক সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত

সম্মেলনে উপবিষ্ট কোম্পানীর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মোঃ জালালুল আজিম, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. এম. জাহিদ উদ্দিন ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), চন্দ্র শেখর দাস, এফসিএ।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ জালালুল আজিম।

গত ১০ মার্চ ২০১৬ইং তারিখে সায়মন হোটেল এন্ড রিসোর্ট এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর বার্ষিক সম্মেলন-২০১৫। কক্সবাজারে আগের দিন থেকেই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমবেত হতে থাকেন প্রগতি লাইফের কর্মকর্তাবৃন্দ ও উন্নয়নকর্মী। সকাল ৯টায় হোটেল চত্বরে ফেস্টুন উড়িয়ে ও পায়রা অবমুক্ত করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান এবং প্রধান নির্বাহী মোঃ জালালুল আজিম। উদ্বোধন শেষে সম্মেলন কেন্দ্রে পৌঁছামাত্র অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে কোম্পানীর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান বলেন নিত্য নতুন ধারণা ও উন্নত সেবা দিয়ে কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তিনি প্রগতি লাইফে নারী উন্নয়ন কর্মী বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন এবং সততার ও অধ্যাবসায়ের সাথে সকলকে ব্যবসা পরিচালনা করার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন একজন বীমা কর্মীকে হতে হবে প্রজ্ঞা সম্পন্ন, তবেই তিনি পলিসি বিক্রির মাধ্যমে জনগন তথা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

সম্মেলনের সভাপতি মুখ্য নির্বাহী, মোঃ জালালুল আজিম বলেন দেশে যে হারে বীমা কোম্পানী বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় বীমা পেশায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মী নেই। দক্ষ বীমা কর্মী তৈরীর লক্ষ্যে আমরা সব সময় প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তিনি সারা দেশ থেকে আগত সফল উন্নয়ন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, পেশাগত জ্ঞান ব্যতীত বীমা পেশায় সাফল্য অর্জন করা যায় না বলে আপনাদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বীমা সম্পর্কে সাধারন মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সব চ্যালেঞ্জই অতিক্রম করা সম্ভব। তবে গতানুগতিকভাবে নয়, এর জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল ও ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা। পরিশেষে, তিনি সাবাই কে ব্যয় সংকোচনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেন।

সভায় ২০১৫ সালে ব্যবসা সফল উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. এম. জাহিদ উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), চন্দ্র শেখর দাস, এফসিএ সহ সকল প্রকল্পের প্রধানগণ। সম্মেলনে উপস্থাপনা করেন কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক, অপারেসন্স, এস এম জিয়াউল হক। সম্মেলনের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র সহকারী মহাব্যবস্থাপক (উন্নয়ন প্রশাসন) লিয়াকত আলী ও কক্সবাজার সার্ভিসিং সেলের ইনচার্জ মোঃ রফিকুল আলম। সারাদেশ থেকে ৫ শতাধিক উন্নয়ন কর্মকর্তা এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে ২০১৫ সালের ব্যবসা পর্যালোচনা করা হয় এবং ২০১৬ইং ব্যবসা বর্ষের নির্ধারিত লক্ষ্য ও তা অর্জনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়। ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের ও গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়। বিকালে র‍্যাফেল ড্র ও সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সফল প্রকল্প প্রধান ও কর্মকর্তাদের একাংশ

গ্রুপ বীমা চুক্তি

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ ও লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ এর মধ্যে গ্রুপ বীমার চুক্তি স্বাক্ষর

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ সম্প্রতি লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ এর সাথে গ্রুপ বীমার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রগতি লাইফ এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ জালালুল আজিম ও লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ খায়রুল আনাম চৌধুরী স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোঃ রফিকুল আলম ভূঁইয়া, সিনিয়র এজিএম মীর মোঃ শফিউল আলম কমল উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্টির স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত কল্পে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও কেয়ার বাংলাদেশ এর মধ্যে ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা (পাইলট প্রজেক্ট) সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

সম্প্রতি প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ ও কেয়ার বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রগতি লাইফ এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ জালালুল আজিম ও কেয়ার বাংলাদেশ এর ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর বিরহানু মুরিদা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে প্রগতি লাইফ রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলার ২৪টি ইউনিয়নের ২,৪৭৭টি পরিবারের ৮,২৮৫জন সদস্যকে স্বাস্থ্য বীমা সেবা প্রদান করবে। এই স্কীমের আওতায় প্রতিটি পরিবারকে বছরে ২০,০০০/- টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে।

এই স্কীমটি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্টির স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত কল্পে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও কেয়ার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি পাইলট প্রজেক্ট।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও সিটি ব্যাংক এর মধ্যে গ্রুপ বীমা চুক্তি স্বাক্ষর

সম্প্রতি সিটি ব্যাংক ও প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর সাথে একটি গ্রুপ বীমার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রগতি লাইফ এর সিইও মোঃ জালালুল আজিম ও সিটি ব্যাংক এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক এম আহমেদ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির অধীনে সিটি ব্যাংকের ৫০ থেকে ৬৫ বছরের গ্রাহকরা সিনিয়রস সেভিংস এ্যাকাউন্টের সঙ্গে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর জীবন বীমা সুবিধা পাবেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. এম. জাহিদ উদ্দিন ও সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল আলম ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও লোটো বাংলাদেশ এর মধ্যে গ্রুপ বীমা চুক্তি স্বাক্ষর

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ সম্প্রতি লোটো বাংলাদেশ এর সাথে গ্রুপ বীমার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রগতি লাইফ এর সিইও এম. জে. আজিম ও লোটো বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী জামিল ইসলাম স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এই চুক্তির অধীনে প্রগতি লাইফ, লোটো বাংলাদেশ এর কর্মকর্তা, কর্মচারীগণকে গ্রুপ বীমা সেবা প্রদান করবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. এম. জাহিদ উদ্দিন ও সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল আলম ভূঁইয়া এবং লোটো বাংলাদেশ এর মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান মোঃ ইমদাদুল করিম ও অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান মোঃ আবু ইসা ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

পরিকল্প পরিচিতি

সঞ্চয়ী এক -এ-তিন বীমা

এই সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্পটি এ দেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে বীমা সুবিধার আওতায় এনে তাদের অকাল মৃত্যুতে আর্থিক নিরাপত্তা, দূর্ঘটনাজনিত স্থায়ী পঙ্গুত্বে আর্থিক সহায়তা ও বৃদ্ধ বয়সে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে এক-এ-তিন পরিকল্পটি চালু করা হয়। এদেশে এই প্রথম ও ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ যার তুলনা শুধু সে-ই। এ পরিকল্পের অধীনে ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী পলিসি গ্রহণ করা যায়। তবে মাসিক প্রিমিয়াম কোন ক্রমেই ৫০০/- টাকার কম হবে না। বীমা গ্রাহক মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত জীবিত ও অক্ষত থাকলে অর্জিত বোনাসসহ বীমা অংক অথবা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে দূর্ঘটনায় দেহের দুই হাত, দুই পা বা দুই চোখ এর যে কোন ২টি অঙ্গ সম্পূর্ণ ও স্থায়ী পঙ্গুত্ব বা কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়লে পরবর্তী প্রিমিয়াম মওকুফ হয়ে যাবে এবং বীমা অংকের ৫০% বীমা গ্রাহককে প্রদান করা হবে এবং ৫০% বীমা অংক প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে বীমাবৃতের মৃত্যু হলে অবশিষ্ট ৫০% বীমা অংক প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে বীমাবৃতের মৃত্যু হলে অবশিষ্ট ৫০% বীমা অংক বোনাস সহ মনোনীতককে পরিশোধ করা হবে। বীমাবৃত জীবিত থাকলে এবং পূর্বে বীমা অংকের ৫০% পেয়ে থাকলে মেয়াদান্তে বোনাসসহ বীমা অংকের অবশিষ্ট ৫০% অর্থ পরিশোধ করবে। সেই সাথে বীমা সমাপ্তি ঘটবে।

ইসলামী সঞ্চয়ী ৪ (চার) কিস্তি বীমা

এই পরিকল্পে চার কিস্তিতে বীমার টাকা পরিশোধ করা হয়, ফলে বীমাবৃতের পক্ষে অনেক অনাকাংক্ষিত অর্থনৈতিক সমস্যার তাৎক্ষনিক মোকাবেলা করা সহজতর হয়ে উঠে। তাছাড়া বীমাগ্রাহক জীবিত অবস্থায় বীমার টাকা বিভিন্ন লাভজনক খাতে কিংবা গঠনমূলক কাজে খাটাতে পারেন। মেয়াদকালে বীমাবৃতের অকাল মৃত্যুতে পুরো বীমা অংকের টাকা মনোনীতককে পরিশোধ করা হয়। এই পরিকল্পের অধীনে ১৬ বছর মেয়াদী পলিসি গ্রহণ করা যায়। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে প্রতি ৪ বছর পর পর অর্থাৎ ৪, ৮ ও ১২ বছর শেষে ১০% করে বীমা অংকের সর্বোচ্চ ৩০% এবং মেয়াদ পূর্তিতে বোনাসসহ অবশিষ্ট বীমা অংক প্রদান করা হবে। মেয়াদ পূর্তির আগে এক বা একাধিক কিস্তির টাকা প্রদান করার পরও যদি বীমাবৃতের মৃত্যু ঘটে তবুও বীমা অংকের সম্পূর্ণ টাকা অর্জিত বোনাসসহ মনোনীতককে পরিশোধ করা হবে।

জীবন সমাহার (একের ভিতর পাঁচ)

এ বীমা এর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তির পরিবারকে অপ্রত্যাশিত কোন ঝুঁকি বা দূর্ঘটনার কারণে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ বীমার মাধ্যমে খুব স্বল্প টাকার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে পরিবারকে ঝুঁকি মুক্ত করা যায়।

সুবিধাসমূহঃ

- **মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ ঃ** মেয়াদের মধ্যে বীমাকারীর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে মনোনীতককে সম্পূর্ণ বীমা অংক পরিশোধ করা হবে।
- **দূর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ঃ** দূর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হলে মনোনীতক বীমা অংকের দ্বিগুণ পাবেন।
- **অক্ষমতা/অঙ্গহানীর ক্ষতিপূরণ ঃ** দূর্ঘটনাজনিত কারণে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে গেলে সম্পূর্ণ বীমা অংক বীমাবৃতকে মাসিক কিস্তিতে ১০ বছর ধরে শোধ করা হবে।
- **মুনাফাসহ প্রিমিয়াম ফেরত ঃ** মেয়াদ শেষে বীমাকারী বেঁচে থাকলে এবং অক্ষমতার দরুন কোন সুবিধা না নিয়ে থাকলে মুনাফাসহ সকল প্রিমিয়াম ফেরত দেয়া হবে। মুনাফার হার হবে বীমা মেয়াদের সমান। উদাহরণ স্বরূপ ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদী পলিসির মুনাফার হার যথাক্রমে ১৫% এবং ২০%।
- **বিনামূল্যে বীমা সুবিধা ঃ** মেয়াদ শেষে বীমাকারী বেঁচে থাকলে অতিরিক্ত ৫ বছরের জন্য বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে। ৬০ বছর বয়সের পূর্বে মৃত্যুতেই শুধুমাত্র এই বীমা ঝুঁকির টাকা প্রদান করা হবে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ভাবে বাজে খরচ করে ফেলি। কিন্তু প্রতিদিন ৫ টাকা কম খরচ করেও অতি সহজেই ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার এ পলিসি নিয়ে আপনার পরিবারকে যে কোন আর্থিক বিপদ থেকে ঝুঁকি মুক্ত করতে পারেন।

পোশাক কারখানার নারী কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসি (পাইলট প্রজেক্ট)

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নিয়ে এলো পোশাক কারখানার নারী কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসি।

আমাদের স্বাস্থ্য বীমার সেবা নিয়ে এগিয়ে চলুন সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত দেশ গড়ার লক্ষ্যে।

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | SNV | TMSS

প্রগতি লাইফ কর্তৃক আইসিডিডিআর,বি এর গ্রুপ বীমার মৃত্যু দাবী'র ৫২,৫৫,৩২৫/- (বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত পচিশ) টাকার চেক হস্তান্তর

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ কর্তৃক আইসিডিডিআর,বি এর কর্মকর্তা মৃত কে. এম. লুৎফর রহমান এর গ্রুপ বীমার মৃত্যুদাবী বাবদ মোট ৫২,৫৫,৩২৫/- (বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত পচিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রগতি লাইফ এর সিইও মোঃ জালালুল আজিম, সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিডিডিআর,বি এর পরিচালক (অর্থ) থমাস লিয়াম বেরি এর নিকট মৃত্যুদাবীর চেক হস্তান্তর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিডিডিআর,বি এর পরিচালক (মানব সম্পদ) ক্রিস্টিন ডেনি ও মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান মোঃ মোশারফ হোসাইন এবং প্রগতি লাইফ এর সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল আলম ভূইয়া ও মহাব্যবস্থাপক, অপারেসন্স এস. এম. জিয়াউল হক উপস্থিত ছিলেন।

কোম্পানীর সফল কর্মকর্তাদের থাইল্যান্ড ভ্রমণ

বিদেশ ভ্রমণ-২০১৫ প্রকর্ম প্রতিযোগিতার ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে কোম্পানীর উন্নয়ন বিভাগের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা থাইল্যান্ড ভ্রমণের যোগ্যতা আর্জন করেন। থাইল্যান্ড ভ্রমণের যোগ্যতা অর্জনকারী ১৭জন কর্মকর্তার ছবি, নাম ও পদবী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

জাহাঙ্গীর হোসেন
এএমডি ও ইনচার্জ
আইপিএল-বকুল

মাজহারুল ইসলাম টিটু
এসডিজিএম
আইপিএল-পলাশ

মোঃ আবু তালেব
এসডিজিএম
আইপিএল-পলাশ

মোঃ জহিরুল ইসলাম বাদশা
এসডিজিএম
তাকাফুল-এখলাছ

মোঃ মুনির হোসেন
ডিভসি(বি-স্কীম)
আইপিএল-পলাশ

মোঃ আলমগীর হোসেন
ডিভসি(বি-স্কীম)
আইপিএল-পলাশ

ইসমাঈল জবিউল্লাহ
ডিভসি (বি-স্কীম)
আইপিএল-বকুল

মোঃ সিরাজ উদ্দিন
ডিভসি(বি-স্কীম)
আইপিএল-বকুল

মোঃ সুলতান মাহমুদ
ডিভসি(বি-স্কীম)
তাকাফুল-এখলাছ

মোঃ শহিদুলাহ ভূঁইয়া
ডিভসি
আইপিএল-বকুল

মোঃ জসিম উদ্দিন
ডিভসি
আইপিএল-বকুল

মোঃ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া
ডিভসি
তাকাফুল-এখলাছ

মোঃ মোরশেদুর রহমান
আরসি
আইপিএল-পলাশ

মোঃ মাইন উদ্দিন
আরসি
আইপিএল-বকুল

মোঃ মোজাম্মেল হক
আরসি
আইপিএল-বকুল

মোঃ ইউসুফ
আরসি
আইপিএল-পলাশ

মোঃ আমির হোসেন
আরসি
আইপিএল-বকুল

২০১৫ইং ব্যবসা বর্ষের (অক্টোবর- ডিসেম্বর) অর্জিত প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে স্ব স্ব পদে ১ম স্থান অর্জনকারীদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন

জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
প্রধান আইপিএল-বকুল

মাজহারুল ইসলাম টিটু
এসডিজিএম
আইপিএল-পলাশ

রমজান আলী
ডিভিশনাল কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

মোঃ মাইন উদ্দিন
আরসি
আইপিএল-বকুল

মোঃ বিলাল হোসেন
ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- বকুল

শারমিন শায়লা
ব্রাঞ্চ কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

২০১৬ইং ব্যবসা বর্ষের (জানুয়ারি-মার্চ) প্রথম তিন মাসে অর্জিত প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে স্ব স্ব পদে ১ম স্থান অর্জনকারীদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন

ফারুক মাহমুদ
সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
প্রধান আইপিএল-পলাশ

মাজহারুল ইসলাম টিটু
এসডিজিএম
আইপিএল-পলাশ

মোঃ আলমগীল হোসেন
এসএজিএম
আইপিএল-পলাশ

মোঃ আব্দুল গাফুর রাজু
রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

রাবেয়া বেগম
ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

কামরুল ইসলাম
ব্রাঞ্চ কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

২০১৬ইং ব্যবসা বর্ষের (এপ্রিল-জুন) অর্জিত প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে স্ব স্ব পদে ১ম স্থান অর্জনকারীদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন

ফারুক মাহমুদ
সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
প্রধান আইপিএল-পলাশ

মাজহারুল ইসলাম টিটু
এসডিজিএম
আইপিএল-পলাশ

মোঃ আলমগীল হোসেন
এসএজিএম
আইপিএল-পলাশ

মোঃ মাইন উদ্দিন
আরসি
আইপিএল-বকুল

রাবেয়া বেগম
ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

মোঃ আব্দুল গাফুর রাজু
ব্রাঞ্চ কো-অর্ডিনেটর
আইপিএল- পলাশ

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর বর্ধিত হারে পলিসি বোনাস ঘোষণা

২০১৫ সালের একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর সকল লাভযুক্ত চালু বীমা পলিসির জন্য প্রতি হাজার টাকা বীমা অংকের উপর নিম্নবর্ণিত হারে বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে।

ক) রিভার্শনারী বোনাস ঃ

প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদ	বোনাসের হার
অনূর্ধ্ব ১০ বছর	৩৭ টাকা
১০ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত	৪২ টাকা
১৫ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত	৪৭ টাকা
২০ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫২ টাকা

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ঘোষিত পলিসি বোনাস থেকে প্রতি হাজারে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) মেয়াদপূর্তি বোনাস ঃ

প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদ	বোনাসের হার
৮ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত	৩৫ টাকা
১৫ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত	৪৫ টাকা
২০ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫৫ টাকা

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ঘোষিত পলিসি বোনাস থেকে প্রতি হাজারে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরবর্তী একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই হারে বোনাস প্রদান অব্যাহত থাকবে।

আজীবন বিশ্বস্ত

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় ঃ প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট ঃ www.pragatilife.com

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর জনসংযোগ বিভাগ এর উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ শাহাদত হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
প্রধান কার্যালয় ঃ প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
পিএবিএক্স ঃ ৮১৮৯১৮৪-৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২৪০২৪,
ই-মেইল ঃ info@pragatilife.com, ওয়েবসাইট ঃ www.pragatilife.com